24
06 SEP 1994
তারিখ 08 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

## শিক্ষার মূল্যায়ন

বিগত কয়েক বছর যাবৎ এবং অতিসম্প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং সম্মানিত শিক্ষামন্ত্রী উচ্চ শিক্ষা অর্জনে দেশের ছাত্র সমাজ এবং অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করে আসছেন ও করছেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর অনুপ্রেরণা কতটুকু সফল হচ্ছে— জানি না। তবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথকে সুগম করার জন্য বিগত ৩ বছর যাবৎ সরকার শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করেছে। উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং আমরা মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। শিক্ষাই জাতীর মেরুদণ্ড। সুতরাং শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

রম্যগল্পে পড়েছিলাম ঃ প্রাচীনকালে কোন এক দেশে কোন এক সময় তেল এবং ঘি-এর দাম সমান ছিল। খলচরিত্রের তথা অসাধু ব্যক্তিদের নিকট ঐ দেশ ছিল স্বর্গরাজ্য, কিন্তু জ্ঞানীজন ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের নিকট ঐ দেশ ছিল অবিচার এবং অরাজগতার দেশ। গল্পটি বোধকরি অনেকেরই জানা। তাই বাকীটুকু বলার প্রয়োজন মনে করি না। বর্তমানে আমাদের দেশে রূপকার্থে ঘি অপেক্ষা তেলের দাম বেশী। ব্যাখ্যা থেকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। বর্তমানে ইউডিএ/ইউডিসি এবং সমপর্যায়ের চাকরির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পাস। স্নাতক পাস মানে একজন গ্রাজুয়েট, দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষিত। এই পর্যায়ের চাকরির বেতন স্কেল ১৩৭৫/- থেকে ২৮৭০/- টাকা। পক্ষান্তরে, সাব-এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওভারশিয়ার গ্রেড-২/সুপারিনটেনডেন্ট ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড মেকানিক্যাল গ্রেড-২-এর চাকরির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয় ডিপ্লোমা সিভিল/মেকানিক্যাল। এরূপ ডিপ্লোমাধারী ছাত্রকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস-এর সমমান হিসেবে ধরা হয়। এদের চাকরির বেতন স্কেল ১৭২৫/- থেকে ৩৭২৫/- টাকা। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ ডিপ্লোমাধারীদের অফিসার হিসেবেও উচ্চতর স্কেলে নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। কোথায় একজন গ্রাজুয়েট আর কোথায় একজন ডিপ্লোমা। অথচ, ডিপ্লোমাধারীদের উচ্চতর স্কেলে বেতন প্রদান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ঘি অপেক্ষা তেলের মূল্য বেশী নয় কি? বাস্তব ক্ষেত্রে যখন এরূপ অবস্থা বিরাজমান; তখন উচ্চশিক্ষা গ্রহণে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীসহ সকল বুদ্ধিজীবী যদি গলা ফাটিয়ে অনুপ্রেরণার বুলি আওড়াতে থাকেন, তবে তা কতটুকু বাস্তবে রূপ নেবে— সেটা ভেবে দেখার বিষয়। জাতিকে সত্যিকার মর্যাদার আসনে বসাতে হলে এবং দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি চাইলে শিক্ষার প্রকৃত মর্যাদা দিতে হবে। সুতরাং একটি সৎ, চরিত্রবান, আদর্শ, শিক্ষিত এবং দেশপ্রেমিক জাতি গঠনের লক্ষ্যে আদর্শ উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ছাত্র সমাজ দের বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে উপরোল্লিত বেতন স্কেলের বৈষম্য দূরীকরণসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষামন্ত্রীকে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সবিনয় অনুরোধ করছি।

—মোঃ সাইফুল ইসলাম, আবদুল হাসেম, মোঃ আবদুল হামিদ, মোঃ আবুল কাশেম, মোঃ আবদুল হালিম, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।